

## সূরা ৬৪ : তাগাবুন, মাদানী

৬৪ - سورة التغابن ' مَدَنِيَّة

(আয়াত ১৮, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ١٨ رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে  
যা কিছু আছে সবাই তাঁর  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা  
করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং  
প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ব  
বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

۱. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি  
করেছেন, অতঃপর তোমাদের  
মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং  
কেহ মু'মিন। তোমরা যা কর  
আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা।

۲. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ  
كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন  
আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী  
যথাযথভাবে এবং  
তোমাদেরকে আকৃতি দান  
করেছেন। তোমাদের আকৃতি  
করেছেন সুশোভন এবং  
প্রত্যাবর্তনতো তাঁরই নিকট।

۳. خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ  
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে  
যা কিছু আছে সবই তিনি  
জানেন, তোমরা যা গোপন  
কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর  
এবং তিনি অন্তর্যামী।

۴. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا  
تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ

### আল্লাহর গুণগান করার আদেশ

সাব্বাহাতের সূরাগুলির মধ্যে এটাই সর্বশেষ সূরা। সৃষ্টি কুলের আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠের বর্ণনা কয়েকবার দেয়া হয়েছে। রাজত্ব ও প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সব কিছুরই উপর রয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব। যে জিনিসের তিনি ইচ্ছা করেন তা তিনি কার্যে পরিণতকারী। কেহই তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। তিনি না চাইলে কোন কিছুই হবেনা। তিনি সারা মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই ইচ্ছায় মানবমণ্ডলীর কেহ হয়েছে কাফির এবং কেহ হয়েছে মু'মিন। কে হিদায়াতের যোগ্য এবং কে গুমরাহীর যোগ্য তা তিনি সম্যক অবগত। তিনি স্বীয় বান্দাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী এবং তাদেরকে তিনি তাদের কাজের প্রতিদান প্রদানকারী। তিনি আদল ও হিকমাতের সাথে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

يَتَّيِبُهَا لِلْإِنْسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ  
فَعَدَلَكَ (৪) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ৬-৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ  
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয়ক। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৪)

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : প্রত্যাবর্তনতো তাঁরই নিকট। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

<p>৫। তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? তারা তাদের কর্মের মন্দফল আশ্বাদন করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>۵. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p>
<p>৬। তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসত তখন তারা বলত : মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।</p>	<p>۶. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَآسَتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ</p>

## কাফির সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী

এখানে পূর্ববর্তী কাফিরদের কুফরী এবং তাদের মন্দ শাস্তি ও নিকৃষ্ট বিনিময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রবল প্রতাপাবিত আল্লাহ বলেন : তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করছে। দুনিয়ায়ও তারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে এবং আখিরাতের শাস্তি তাদের জন্য বাকী রয়েছে। ঐ শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, রাসূলগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে স্পষ্ট

দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তারা ওগুলি অবিশ্বাস করেছিল। একজন মানুষ যে নাবী হতে পারেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার হতে পারে তা তারা অসম্ভব মনে করেছিল। তাই তারা নাবীদেরকে স্বীকার করেনি এবং সৎ আমল করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকেতো আল্লাহ তা'আলারও প্রয়োজন নেই। তিনিতো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

৭। কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল : নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

۷. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

৮। অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

۸. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

৯। স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার

۹. يَوْمَ تَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

<p>পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য।</p>	<p>مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p>
<p>১০। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল!</p>	<p>۱۰. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ</p>

### মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এটা সত্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা বলেছিল যে, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হবেনা এবং বিচারও হবেনা। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : **قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا**

**عَمِلْتُمْ** হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

এটা হচ্ছে তৃতীয় আয়াত যাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথ করে কিয়ামাতের সত্যতা বর্ণনা করতে বলেছেন। প্রথম সূরা ইউনুসে রয়েছে :

**وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ**

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও : হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৩) দ্বিতীয় আয়াত সূরা সাবায় রয়েছে :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

কাফিরেরা বলে : আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল : আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩) আর তৃতীয় হল এই আয়াতটি :

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثَوْا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল : নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসুলের উপর এবং যে নূর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার উপর অর্থাৎ কুরআনের উপর। আর তোমাদের কোন গোপন আমলও আল্লাহর নিকট অজানা নয়, বরং তিনি সব কিছুই খবর রাখেন।

### তাগাবুন এর বর্ণনা

মহান আল্লাহর উক্তি : يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ সমাবেশের দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্বের ও পরের সকলকে একটি এলাকায় একত্রিত করবেন এবং সকলে একজন ঘোষককে বলতে শুনবে, যাকে সবাই দেখতে পাবে বলেই ঐ দিনকে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিনকে لِيَوْمِ الْجَمْعِ বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৩) অন্যত্র বলেন :

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

বল : অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৪৯-৫০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **يَوْمُ التَّغَابُنِ** হল কিয়ামাত দিবসের একটি নাম। কিয়ামাতের এই নামের কারণ এই যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪১৯, ৪২০) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : এর চেয়ে বড় তাগাবুন বা ক্ষতি কি হতে পারে যে, জান্নাতীদের সামনে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে? এর পরবর্তী আয়াতই যেন এর তাফসীর। মহান আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারা ই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল!

<p>১১। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয়না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।</p>	<p>۱۱. مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>
<p>১২। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্ট ভাবে প্রচার করা।</p>	<p>۱۲. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ</p>
<p>১৩। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহ উপরই নির্ভর করে।</p>	<p>۱۳. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ</p>

## আল্লাহর অনুমতিতেই মানুষের কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে

সূরা হাদীদেও এ বিষয়টি গত হয়েছে (৫৭ : ২২) যে, যা কিছু হয় তা আল্লাহর হুকুমেরই হয়। তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়া কিছুই হয়না।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২) এখন কোন লোকের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তার এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, এ বিপদ আল্লাহর ফাইসালা ও নির্ধারণক্রমেই আপতিত হয়েছে। সুতরাং তার উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর মর্জির উপর স্থির থাকা। আর সে যেন সাওয়াব ও কল্যাণের আশা রাখে। সে যেন আল্লাহর ফাইসালাকে দ্বিধাহীন চিন্তে মেনে নেয়। তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার অন্তরে হিদায়াত দান করবেন। সে তখন সঠিক বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য স্বীয় অন্তরে দেখতে পাবে। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, ঐ বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায়ই অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার ঈমান দৃঢ় হয়। সে বিশ্বাস রাখে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা আপতিত হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা হওয়ারই ছিলনা। (তাবারী ২৩/৪২১)

‘মুত্তাফাকুন আলাইহি’ এর হাদীসে রয়েছে : মু'মিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে সবর করে, সুতরাং তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আবার তার জন্য আনন্দদায়ক কোন ব্যাপার ঘটলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। এটা মু'মিন ছাড়া আর কারও জন্য নয়।' ( মুসলিম ৪/২২৯৫)

## একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) মেনে চলতে হবে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করার আদেশ করেছেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।



فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ۖ অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : **فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا** যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (তাহলে জেনে রেখ যে) আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তা যথাযথভাবে পালন করা। যুহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে অহী আসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ হল তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং মানুষের দায়িত্ব হল তা পালন করা। (বুখারী, পরিচ্ছদ ৪৬) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। প্রথম বাক্যে তাওহীদের খবর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তলব, অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদকে মেনে নাও এবং ইখলাসের সাথে শুধু তাঁরই ইবাদাত কর। যেহেতু নির্ভরযোগ্য একমাত্র আল্লাহ, সেই হেতু মু'মিনদের উচিত একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুযাশ্শিল, ৭৩ : ৯)

১৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱۴. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১৫। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য

۱۵. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।	فِتْنَةً ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
১৬। তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।	<p>۱۶. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ</p>
১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।	<p>۱۷. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ</p>
১৮। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	<p>۱۸. عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>

### স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা স্বরূপ

আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন : কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاَحْذَرُوهُمْ তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। দীনের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের প্রয়োজন ও ফরমায়েশ পূর্ণ করার উপর প্রাধান্য দিবে। মানুষ স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং মাল-ধনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহর নাফরমানী করে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, মাক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবূল করেছিল, কিন্তু স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা তাদেরকে হিজরাত করতে দেয়নি। অতঃপর যখন তারা আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যায় তখন গিয়ে দেখে যে, যাঁরা পূর্বে হিজরাত করেছিলেন তাঁরা অনেক ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। তখন এই লোকদের মনে হল যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শাস্তি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন :

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিরমিযী ৯/২২২, হাসান সহীহ) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলি পেয়ে কে নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪) আরও, যা এর পরে রয়েছে।

বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) লাল জামা পরিধান করে আসেন তারা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ও উঠছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসর হতে নেমে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং সামনে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলতে থাকলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূলও সত্য কথা বলেছেন। তা হল : ‘তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাহ।’ এই দুই শিশুকে পড়তে ও উঠতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাই খুতবাহ্ স্থগিত রেখে এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হল। (আহমাদ ৫/৩৫৪, আবু দাউদ ১/৬৬৩, তিরমিযী ১০/২৭৮, নাসাঈ ৩/১০৮, ইব্ন মাজাহ ২/১১৯০)

### যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ : ‘তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।’ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করব তখন তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে এবং যখন নিষেধ করব (কোন কিছু হতে) তখন তা হতে বিরত থাকবে।’ (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ২/৯৭৫) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে যাও। তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক হয়োনা। আগেও বেড়ে যেওনা এবং পিছনেও সরে এসোনা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন অথবা যে সিদ্ধান্ত দেন তার বাইরে তোমরা কিছু বলনা, কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করনা। তোমাদের প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে তা

কখনও অবহেলা করনা এবং তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা কখনও করার চেষ্টা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

## দান-সাদাকাহর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য ওটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ফকীর-মিসকীন ও অভাবহস্তদেরকে দান করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে ইহুসান করেছেন ঐ ইহুসান তোমরা তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি করে যাও। তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি এটা না কর তাহলে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে আনবে।

وَمَنْ يُوقِ شَحْ نَفْسِهِ এর তাফসীর সূরা হাশরের এই আয়াতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ তুমি যা'ই ব্যয় করনা কেন, আল্লাহ তা'পূরণ করে দিবেন। আর দান-সাদাকাহ হিসাবে যা প্রদান করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। দান-সাদাকাহ করাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধার দেয়া হিসাবে গন্য করেন। যেমন একটি হাদীসে কুদুসীতে বর্ণিত আছে : কে তাঁকে ঋণ দিবে, যিনি অবিচারক নন এবং গরীবও নন। (মুসলিম ১/৫২২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাছ বলেন :

فِيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

যাতে তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৫) মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَغْفِرْ لَكُمْ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের অপরাধসমূহ তিনি মার্জনা করবেন।

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এর তাফসীর ইতোপূর্বে কয়েকবার গত হয়েছে।

সূরা তাগাবুন এর তাফসীর সমাপ্ত।